সম্পাদকীয়

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ।।

(হে দেবি, সমস্ত বিদ্যা আপনারই অংশ। কলাযুক্তা ও গুণান্বিতা সকল নারী আপনার বিগ্রহ। আপনি জননীরূপা এবং একাকিনীই এই জগতের অন্তরে ও বাহিরে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন। আপনার স্তবার্হ বিষয়ে মুখ্য ও গৌণ ভক্তিরূপে স্তব আর কি আছে!! শ্রী শ্রী চন্ডী।। একাদশ অধ্যায়)

মহাপূজার এ বছর অষ্টত্রিংশত্তম বর্ষ। সমগ্র পৃথিবী আবার সেই চিরাচরিত হাসি হেসে উঠেছে। মহামারীর কালো ছায়া অতিক্রম করে জনজীবন আবার কর্মব্যস্ত হয়ে উঠেছে। এই সাধারণ স্বাভাবিকতাও যে কত সুখের তা আমরা আগে বুঝিনি। কর্মব্যস্ত, প্রাণচঞ্চল আমাদের এই নগরী মেতে উঠেছে মহাপূজার মহাযজ্ঞে।

বাঙালির প্রাণের আবেগ যে দুর্গা পুজোকে ঘিরে তার নিজস্ব হয়েছিল তা আজ বিশ্বের দরবারে স্বীকৃতি পেল। UNESCOথেকে Intangible Cultural Heritage of Humanity র স্বীকৃতি আদায় করে নিল কলকাতার দুর্গাপুজো। বাঙালীর মনের ক্যালেন্ডার শুরু হয় এক দুর্গাপুজো থেকে শেষ হয় পরের দুর্গাপুজোয়। এই পুজো আর শুধু ধর্মীয় বা সামাজিক আবেগে সীমাবদ্ধ নেই। এই পুজো বাঙালির অর্থনীতিতেও বিরাট ভূমিকা পালন করে। আমরা সল্টলেকের অধিবাসীরা বৃহত্তর কলকাতার নাগরিক তাই অবশ্যই আমরাও সম্মানিত এই পুরস্কারে।

সারা পৃথিবী বড় অস্থির। সকল ক্ষেত্রে শুধু ক্রমবর্ধমান বৈষম্য। একদিকে পৃথিবীর নানা প্রান্তে যুদ্ধ আরেকদিকে ভুখাপেটে মানুষ টাকার পাহাড় আবিষ্কারের ছবি দেখে চলেছে। শুধু যে অর্থনৈতিক বৈষম্য তা নয়, সামাজিক বৈষম্য, লিঙ্গ বৈষম্যও প্রকট। যে মানুষটি অষ্টমীর অঞ্জলি দিচ্ছে পুণ্যচিত্তে মৃন্ময়ী মূর্তির সামনে তার গৃহেই হয়তো চিন্ময়ী দুর্গা প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত হচ্ছেন। স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে বলা যায়, সমাজকে যদি একটি পাখি মনে করা হয় নারী ও পুরুষ তার দুটি ডানা, একটি ডানা অচল হলে পাখি কিভাবে উড়বে? ‘‘জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর’’— আমাদের নিজেদের ঘর থেকেই শুরু হোক না দুর্গার

প্রকৃত আরাধনা। মন্ডপের দুর্গা তো মাত্র কয়েক দিনের। সেই দুর্গাকে যদি সারা বছর আমাদের গৃহেই প্রতিষ্ঠা করতে পারি প্রকৃত অন্তঃস্থলের সম্মান জানিয়ে, তাহলে ক্ষতি কি?

এই সম্পাদকীয় লেখার সময় শরতের আগমনের কোন চিহ্ন প্রকৃতিতে নেই। আকাশ ঘনমেঘে সমাচ্ছন্ন। অবিশ্রান্ত বরিষণে নির্মীয়মান মন্ডপ ভিজে চুপচুপে। ভাদ্র মাসের শেষ বেলাতেও কবে আসবে শরৎ তা জানা নেই। নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা কবে ভাসবে আমরা তার প্রতীক্ষায়। কালো আকাশ ঘিরে সজল মেঘের দাপাদাপি চলছেই। তবুও আমরা তার আগমনের অপেক্ষায় আনন্দিত। যেন মনে হয় অপেক্ষাতেই আসল সুখ। তিনি এসে পড়লেই এক নিমেষেই যেনকেটে যায় পাঁচটি দিন। নিঃশ্বাস ফেলতে না ফেলতেই তার বিদায়ের সুর বেজে ওঠে। তাই আমরা শুধু আকণ্ঠ এই অপেক্ষার মধুপান করি, আমরা জারণ করি তিলে তিলে তার আসার আশার ক্ষণ। প্রকৃতির এই বাদল-বেলার ধূসর রূপও এখন আমাদের চোখে রঙিন। নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা মানসচক্ষে দেখে চলেছি। কাশ আর শিউলির মানসদর্শনও ঘটে চলেছে। আমরা আশা রাখি বাস্তবেও দেখবো। সোনার আলো ছড়িয়ে মা আসবেন তার বাপের ঘরে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠবে, নেচে উঠবে তাদের মন। বঞ্চনার সালতামামি পিছনে পরে থাকবে। প্রাপ্তির আনন্দে ভরে যাবে শারদীয় ক'টি দিন।

তুমি এসো মা, দুঃখ লাঞ্ছিত এই ধরণীতে আশার আলো জ্বলিয়ে তুমি এসো। তুমি এসো মা, সব সম্প্রদায়, সব ধর্ম, সব জাতি, সবার মঙ্গলময়ী জননীরূপে তুমি এসো। 'মা' তো সন্তানের ভেদাভেদ করে না। 'মা' তো সন্তান মাত্রই সকলেরই পূজ্য। আমরা তোমায় পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করতে প্রস্তুত। তুমি এসো মা, আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা-ভক্তির নৈবেদ্য নিতে। তুমি আমাদের শক্তি দাও, যাতে আমরা বৈষম্য ও বিভেদ দূর করে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগোতে পারি।

বাঙালীর সাহিত্যপ্রীতি সর্বজনবিদিত। তাই দুর্গাপূজার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত পূজাসাহিত্য সম্ভার। প্রতি বছরের মত এ বছরও আমাদের স্মরণিকার পাতা ভরে উঠেছে আবাসিকদের সৃজনশীল লেখনীর সুচারু পরিস্ফুটনে। শুধু বড়রা নন, এবছর অনেক কচিকাঁচারাও তাদের সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ ঘটিয়েছে স্মরণিকার পাতায়। স্মৃতিকথা, গল্প, অনুবাদ, নাটক, কবিতা, রম্যরচনা — আনন্দ দেবে আপনাদের। বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দি, তিনটি বিভাগে সাহিত্য প্রকাশ হয়েছে। শিশু বিভাগে রয়েছে 'সবুজের ফুলঝুরি' ও 'মজারু'।
তথ্য ও দূরভাষ বিষয়ক অংশে সাহায্য করেছেন শ্রী শৈলেন্দ্র সিং মহাশয়। এবছর ব্লক সম্পাদক ডঃ পল্লব ভট্টাচার্য মহাশয়ের নবতম সংযোজন সচিত্র শোকপত্র। শ্রী তন্ময় শীল তার নিরলস কর্মদক্ষতায় সঠিক সময়ে স্মরণিকা প্রকাশ করতে প্রভূত সাহায্য করেছেন। তাঁদের সকলের জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা। স্মরণিকা উপসমিতির সকল সদস্যের এবং সকল আবাসিকদের আন্তরিক সহযোগিতা ও উৎসাহ ছাড়া এই পত্রিকা এত অল্প সময়ে প্রকাশ করা সম্ভব হতো না।

গুরুজনদের জন্য রইল প্রণাম। সকলের জন্য শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

।। ভালো থেকো সবাই ।।

কাকলী পাল
আহবায়ক ও সম্পাদক, স্মরণিকা
এফ ই ব্লক রেসিডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন
এফ ই ১৮৬

সভাপতির কলমে

নানান ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আশা নিরাশায় ভর করে আরও একটা বছর কেটে গেল। এসোসিয়েশনের কাজে। আমরা প্রতি বৎসর পুজোর সময় হিসেব করি আমাদের ব্লক কত তম বর্ষ উদযাপন করল। এবার আমাদের ৩৮ তম বর্ষ। যথা নিয়মে স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে, ৩৮ তম স্মরণিকা শ্রীমতি কাকলী পালের তত্ত্বাবধানে।

এই সময় মনে পড়ে যায় প্রথম পুজোবার্ষিকীর স্মরণিকা প্রকাশ। তদানীন্তন সভাপতি আমাদের অগ্রজপ্রতিম স্বর্গীয় শ্রী নলিনী কান্ত রায় মহাশয়ের আদেশে ১৯৮৫ সালে প্রথম পুজোবার্ষিকী। দাদার আদেশ হয়েছিল প্রত্যেক সদস্য যেন একটা করে লেখা দেয় স্মরণিকায়। যদিও আমাদের সদস্য সংখ্যা তখন খুবই সীমিত। আমার মনে আছে পুস্তিকাটির কলেবর কিন্তু কম হয় নাই। এটা সম্ভব হয়েছিল সকলের উৎসাহ ও উদ্দীপনার জন্য। তখন কিন্তু আমাদের বর্তমান এসোসিয়েশন বিল্ডিং গড়ে উঠে নাই। পুজো হয়েছিল এফ ই পার্কের মাঠে, শ্রীযুক্ত নিতাই চন্দ্র কারফর্মা সাহেবের বাড়ির ঠিক উল্টোদিকে। উল্লেখযোগ্য ঘটনা দুপুর ও রাত্রে দুবেলার খাওয়াতে সকলের অংশগ্রহণ এবং সন্ধ্যাকালীন নৃত্য, গীত, কবিতা পাঠ ও ম্যাজিক শোতে আনন্দে মেতে ওঠা।

সেই দিনগুলির কথা মনে পড়লে মনে হয় তৎকালীন আনন্দ ছিল অপার ও চিরস্মরণীয়। সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত স্মরণিকার পৃষ্ঠা আবাসিকদের সুখ দুঃখের ভান্ডার ভরে নিয়ে চলেছে। আগামীতেও যা ভরে থাকবে।

আসন্ন পুজোর শুভেচ্ছা সকলকে।

সুশীল কুমার চৌধুরী,
সভাপতি,
এফ ই ব্লক রেসিডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন

সম্পাদকের কলমে

পুনর্বার এসেছে আশ্বিনের শারদ প্রভাত — কোভিড উত্তর কালে এসেছে ফিরে প্রাণের মিলনোৎসব, শারদীয়া দুর্গোৎসব। ইংরেজি ক্যালেন্ডারের দিকে চোখ রাখলে এবার অবশ্য গতবারের তুলনায় কিঞ্চিৎ আগেই তার আগমন। উৎসবের প্রাণের পরশে তাই বোধহয় এবার উষ্ণতার আধিক্য -- যার রেশ যেন সঞ্চারিত হয়েছে চারপাশের প্রকৃতিতেও। উষ্ণায়নের জেরে বিগত পাঁচশো বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ খরা আর দুঃসহ তাপপ্রবাহে পুড়ছে গোটা ইওরোপ। ব্রিটেনে টেমস্, জার্মানিতে রাইন নদীর জলস্তর নেমে গেছে বিপদ সীমার বহু নীচে। শুকিয়ে গেছে বহু নদ-নদী-খাল-জলাধার। স্তব্ধ হয়ে গেছে নৌ-বাণিজ্য, ফেরি পারাপার, জলবিদ্যুতের উৎপাদন। সভ্যতার এই সংকটে পিছিয়ে নেই আমেরিকা এবং চীনও। আমেরিকায় দাবানল এখন নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। চীনে রকেট ছুঁড়ে কৃত্রিম উপায়ে মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরিয়ে বাঁচাতে হচ্ছে ক্ষেতের ফসল — নাহলে টান পড়বে খাদ্য ভান্ডারে বাড়বে অপুষ্টি। ২০২২ সালের 'দ্য স্টেট ফুড সিকিওরিটি এন্ড নিউট্রিশন অফ ওয়ার্ল্ড' রিপোর্ট জানাচ্ছে, সাম্প্রতিককালে কোভিড পরবর্তী ভারতে ভয়ংকর ভাবে বেড়ে গেছে অপুষ্টি এবং তদ্‌জনিত রক্তাল্পতা। এই প্রবণতা বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে বেশি দেখা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য ডেকে আনছে খাদ্য বৈষম্য। রিপোর্ট অনুযায়ী পুষ্টির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ অসাম্য বেড়ে হয়েছে ৮.৪ শতাংশ।

চোখ রাখি বহির্বিশ্বে। অতি সম্প্রতি ব্রহ্মাণ্ড গবেষণায় এসেছে এক নতুন জোয়ার — নাসার 'জেমস ওয়েব টেলিস্কোপে'র মাধ্যমে। উদ্ভাসিত হচ্ছে কোটি কোটি বছরের নক্ষত্রমন্ডলী, ধরা পড়েছে দুটি নিউট্রিনো তারার পরস্পরের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে একের মধ্যে অন্যের লীন হয়ে যাবার দৃশ্য। ধরায় যখন আমরা শক্তিরূপিনী, অশুভ-সংহারক মাতৃ আরাধনায় মেতে উঠতে চলেছি তখন প্রথমবার মানুষের কর্ণকুহরে ধরা পড়েছে, সুদূর কৃষ্ণগহ্বরের (Black Hole) নিকটবর্তী নক্ষত্র মন্ডলীর অতি গম্ভীর নাদধ্বনী। এই ব্রহ্মাণ্ড গবেষণালব্ধ জ্ঞান আমাদের শেখাচ্ছে শক্তির সঠিক, সুষম ব্যবহার -- না বেশী, না কম। শক্তিরূপিনী জগন্মাতার আরাধনায় এটাই হোক আমাদের এবারের অঙ্গীকার। শক্তির অযথা ব্যবহার, শক্তির অপচয় আমাদের রোধ করতে হবে। ফিরে যেতে হবে প্রকৃতির কাছে, প্রকৃতির মাঝে। বুঝতে হবে মিল্কিওয়ে ছেড়ে আরও অনেক দূরে চলে যাবার আগে কৃত্রিম উপগ্রহ ভয়জারের ক্যামেরায় তোলা একটা ছোট্ট 'Pale Blue Dot' আমাদের এই পৃথিবী গ্রহ — 'এক ও অনন্য'। একে এর সমস্ত প্রাকৃতিক ও জীববৈচিত্র্য সহ বাঁচিয়ে রাখা, টিঁকিয়ে রাখা, সজীব রাখা — আমাদেরই সুমহান দায়িত্ব। বিশ্ব কবির গানের ভাষায় বলতে গেলে —

''...নাহি ক্ষয়, নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্যলেশ...
সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে।।
আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু আনন্দ জাগে।''

জাগছেন মহামায়া। এবার জেগে ওঠার পালা আমাদেরও।

ডা. পল্লব ভট্টাচার্য,
সম্পাদক,
এফ ই ব্লক রেসিডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন

Ved Prakash Gupta
FE 60 2nd
Date of demise 18.10.2021

Kamala De
FE 398
Date of demise 09.01.2022

Sultan-Ul-Arafin
FE 506/4
Date of demise 22.10.2021

Aditi Chowdhury
FE 408 1st
Date of demise 12.01.2022

Dr. Rajat Kr. Banerjee
FE 247
Date of demise 06.11.2021

Manik Lal Chakraborty
FE 507/8
Date of demise 26.01.2022

Mira Paul
FE 186
Date of demise 13.11.2021

Manju Chattaraj
FE 513/6
Date of demise 08.02.2022

Sunil Kumar Aich
FE 346 1st
Date of demise 03.01.2022

Tripti Ghosh
FE 521/4
Date of demise 11.02.2022

Prasanta Bhattacharyya
FE 170
Date of demise 07.01.2022

Dipali Paul
FE 7/3 2nd
Date of demise 25.03.2022

Kamala Prasad Singh
FE 330
Date of demise 22.04.2022

Dr. Kalpana Mallick
FE 167
Date of demise 13.07.2022

Gita Devi Goenka
FE 288
Date of demise 24.04.2022

Anjali Bhattacharya
FE 80
Date of demise 14.07.2022

Jayati Sengupta
FE 476 1st
Date of demise 11.05.2022

Shudhanshu Kr. Basu
FE 130
Date of demise 16.07.2022

Mulchand Rampuria
FE 75
Date of demise 11.05.2022

Dr. K. P. Ghosh
FE 473/3
Date of demise 06.08.2022

Niva Nath
FE 507/4
Date of demise 14.05.2022

Chitra Chattopadhyay
FE 327 1st
Date of demise 17.08.2022

Kalyan Pal
FE 178 2nd
Date of demise 13.06.2022

Likhan Kumar Mukherjee
FE 517/1
Date of demise 23.08.2022

Anima Bhattacharya
FE 106
Date of demise 16.06.2022

Monika Khan
FE 390
Date of demise 02.09.2022

Debashis Sengupta
FE 475/6
Date of demise 20.07.2022

Manas Kumar Bhadra
FE 497 2nd